নির্বাহী সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের পটভূমি: বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) কাছ থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (ইউএসডি) ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প -১ (বিআরসিপি -১) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদান রয়েছে যার প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ভারত, নেপাল এবং ভুটানের সাথে বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, পদ্ধতি এবং কার্যপ্রণালীর আধুনিকায়ন এবং স্থলবন্দরের সুবিধাসমূহের উন্নয়নে বিনিয়গ সম্পর্কিত। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ) এই উপাদানটির বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। যদিও ভোমরা তুলনামূলকভাবে নতুন স্থলবন্দর যা ২০১৩ সালে কাজ শুরু করে, তবুও ভোমরায় বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা শীঘ্রই বর্তমান ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবে।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল ভারত, নেপাল এবং ভুটানের সাথে বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, লজিস্টিক বাঁধা হ্রাস এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সহজীকরণে আধুনিক পদ্ধতির আত্মস্থকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পরিবেশের উন্নতি করা। মূলত, প্রকল্পটি জাতীয় এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ, বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থার সহজীকরণে অর্থায়ন করবে। বন্দরের কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান জমি ছাড়াও অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের প্রভাব: ভোমরা স্থলবন্দরটি সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ভোমরা ইউনিয়নের লক্ষীদাড়ী গ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৫.৭৩ একর বিদ্যমান বন্দর জমি ছাড়াও ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য অতিরিক্ত ৯.৮৩৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন। অধিগ্রহণকৃত জমির অর্ধেকেরও বেশী (৫.১৪৪ একর) বেসরকারী জমি এবং অতিরিক্ত ০.৯২৮২ একর অর্পিত সম্পত্তি, অবশিষ্ট ৩.৭৬ একর খাস জমি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি। আবাসিক এবং বাণিজ্যিক কাঠামোর পাশাপাশি গাছপালার উপর প্রকল্পটির সীমিত প্রভাব রয়েছে। প্রকল্পের ফলে মোট ১৪৫টি পরিবারের ৬২২ জন সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ
ভোমরা স্থল বন্দরে বিদ্যমান জমি	একর	১৫.৭৩
অধিগ্রহণকৃত জমি	একর	৯.৮৩৫
প্রকল্পের আওতায় মোট ক্ষতিগ্রস্থ খানা	ব্যক্তি	১৪৫টি পরিবার
জমিতে মোট প্লট (দাগ)	সংখ্যা	৫১
মোট ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা	ব্যক্তি	৬২২ জন
কাঠামো হারানো ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি	সংখ্যা	১৫টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ১৫টি পরিবার ৫টি পাকা, ২৩টি আধা পাকা, ৫টি কাঁচা ঘর, ১টি আরসিসি সীমানা, ৫টি অগভীর টিউবওয়েল, ২টি গভীর টিউবওয়েল, ১টি সিঁড়ি এবং ২টি পায়খানা হারিয়েছে
ক্ষতিগ্রস্থ গাছপালা	০৮টি ব্যক্তিগত খানা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-০১	৪৮৪টি ফলজ, কাঠ ও অন্যান্য গাছ (২৩টি বড়, ৪৫৬টি মাঝারী ও ৫টি ছোট)
ক্ষতিগ্রস্থ ফসল (শাকসবজি, ধান, গম, পাট, আলু)	১৯ জন ব্যক্তি	**শাকসবজি, ধান, গম, পাট, আলু**
সনাক্তকৃত দুর্বল/ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) অনুপস্থিত পরিবার	সংখ্যা	একটি মহিলা প্রধান পরিবার
সনাক্তকৃত দুর্বল/ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	সংখ্যা	০১ জন চায়ের দোকানদার

আইনী নীতি কাঠামো: ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষার নীতিসমূহ যেমন ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ (ওপি ৪.১১), উপজাতি জনগোষ্ঠী (ওপি ৪.১০) এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ওপি ৪.১২) নীতিমালা বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (প্রত্যাহার) আইন ২০০১ (সংশোধন ২০১১ এবং ২০১৩) অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ভোমরা স্থল বন্দরে কোনও উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক পরিবারের

উপস্থিতি না থাকায় এবং ভূমি অধিগ্রহণের ফলে কোন সাংস্কৃতিক সম্পত্তির ক্ষতি না হওয়ায় সেখানে ওপি ৪.১০ এবং ওপি ৪.১১ কার্যকর হবে না।

মতামত গ্রহণ ও প্রকাশঃ প্রকল্প সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের ইনপুট এবং মতামত গ্রহণের জন্য দুটি আলোচনা সভা এবং ০৪টি দলগত আলোচনা (এফজিডি) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকল্পের অংশীদারদের অংশগ্রহণ এই সভার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে।

অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়াঃ প্রকল্পের প্রবক্তা, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ভোমরা ইউনিয়নে অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (Grievance Redress Mechanism) প্রতিষ্ঠা করবে এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় বর্ণিত স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (Grievance Redress Committee) গঠন করবে। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের অবহিত করা হবে যে তারা পুনর্বাসনের বিষয়ে যে কোনও অভিযোগ দায়ের করার অধিকার রাখে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের একজন ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত অভিযোগ প্রতিকার কমিটি কর্তৃক অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করা হবে। কমিটি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন সহায়তা এবং জীবিকা নির্বাহ সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করা হবে। অভিযোগ প্রতিকার কমিটি অভিযোগ দাখিলের সাত দিনের মধ্যে তা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি যদি সময়ের মধ্যে অভিযোগগুলি সমাধান করতে সক্ষম না হয় তাহলে তা সদর দফতরে নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হবে। সদর দফতরে গঠিত অভিযোগ নিরসন কমিটিতে প্রকল্প পরিচালক সভাপতিত্ব করবেন। এছাড়া, উপ-প্রকল্প পরিচালক সদস্য সচিব এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞ সদস্য হবেন।

এনটাইটেলমেন্টের যোগ্যতাঃ অধিগ্রহণকৃত জমি এবং/অথবা জমিতে কোন বস্তুগত সম্পদ (physical assets) থাকলে তিনি ক্ষতিপূরণ এবং অন্য পুনর্বাসন সহায়তার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ অনুযায়ী যদি কোনও স্কোয়াটার/ ব্যবহারকারী (squatters/users) সরকারি জায়গায় থাকেন বা এটি ব্যবসায়ের জন্য দখল করে রাখেন তবে তিনি ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ গাছ, ফসল এবং জীবিকা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ পাবেন। শুমারি (census) এবং ক্ষয়ক্ষতির তালিকা (Inventory of Losses) চিহ্নিতকরণ এবং নির্ধারিত প্রভাবের ভিত্তিতে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। এনটাইটেলমেন্ট সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মূল প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন (Implementation) ব্যবস্থাঃ প্রকল্পের বাস্তবায়নের দায়িত্বে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত থাকবে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্প অফিসে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠা করবে যা প্রকল্পের সার্বিক কার্যসম্পদনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ইউনিট, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরামর্শক সামাজিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট গঠিত হবে। প্রকল্পটি প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে তদারকি করা হবে। উচ্চ স্তরের পর্যবেক্ষণ কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষত অনুদান বিতরণ এবং উন্নয়ন সহযোগী, সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদান করবে।

পুনর্বাসন এবং জীবিকা নির্বাহের কৌশল: প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ১৪৫ জন ব্যক্তিকে জমি, কাঠামো, গাছ এবং ফসল ইত্যাদি হারানোর ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ব্যবসায়ী (২৯%) এবং কৃষক (২১%)। স্থানীয় আলোচনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের নিকটবর্তী অঞ্চলে অন্যান্য জমি থাকায় স্বেচ্ছায় পুনর্বাসন (self-relocation) প্রক্রিয়াকে বেছে নেন বা নিজেরাই কাছাকাছি এলাকায় উপযুক্ত জমি কিনে স্থান পরিবর্তন করবেন বলে জানান। এটি সম্ভব হবে কারণ তারা জমির মূল্যের অতিরিক্ত ২০০% এবং স্থানান্তর ব্যয়সহ কাঠামোর জন্য অতিরিক্ত ১০০% ক্ষতিপূরণ পাবেন।

পুনর্বাসন ব্যয় এবং বাজেটঃ টাইটেল হোল্ডার এবং টাইটেল হোল্ডার নয় এমন ব্যক্তিদের বিশদ বাজেট প্রস্তুত করার জন্য প্রকল্প এলাকা, সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর পরিদর্শন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আনুমানিক ব্যয় চূড়ান্ত করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ এবং বিশেষ সহায়তাবাবদ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মোট আনুমানিক ব্যয় নিচে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	ব্যয় (টাকা)
১.	জমির দাম (জমি নিবন্ধন অফিস হতে সংগৃহীত মৌজার গড় মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত বাজার দর)	১৫৭,৯৫৩,৫১০

ক্রমিক নং	বিষয়	ব্যয় (টাকা)
২.	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ অনুযায়ী জমির মূল্যের অতিরিক্ত ২০০% ক্ষতিপূরণ	৩১৫,৯০৭,০২০
৩.	কাঠামোর মূল্যের অতিরিক্ত ১০০% ক্ষতিপূরণ	৫৬,০০১,৪১১
৪.	গাছপালার মূল্যের অতিরিক্ত ১০০% ক্ষতিপূরণ	৬৩৮,৪৭০
৫.	ফসলের মূল্যের অতিরিক্ত ১০০% ক্ষতিপূরণ	৩৫১,৩২৬
৬.	উপ-সমষ্টি (১+২+৩+৪+৫)	**৫৩০,৮৫১,৭৩৭**
৭.	জেলা প্রশাসনের জন্য কন্টিনজেন্সী বাবদ- ৭.৫%	৩৯,৮১৩,৮৮০
৮.	উপ-সমষ্টি (৬+৭)	**৫৭০,৬৬৫,৬১৭**
৯.	বাড়িওয়ালাদের জন্য ভাড়া বাবদ ক্ষতিপূরণ (১২ মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ)	৭৪৮,৮০০
১০.	ভাড়াটিয়াদের জায়গা হারানোর জন্য ৩ মাসের ভাড়া বাবদ ক্ষতিপূরণ (চায়ের দোকান সহ)	১৮৭,২০০
১১.	কাঠামো স্থানান্তর বাবদ ব্যয় (আসল কাঠামোর দামের ৫%)	১,৪০০,০৩৫
১২.	ভাড়াটিয়াদের জন্য স্থানান্তর ও দুর্বল/ঝুঁকিপূর্ণ (vulnerable) ব্যক্তিদের অনুদান বাবদ	৯২,০০০
১৩.	উপ-সমষ্টি (৮+৯+১০+১১+১২)	**৫৭৩,০৯৩,৬৫২**
১৪.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (জেন্ডার ও পুনর্বাসন)	৫০০,০০০
১৫.	উপ-সমষ্টি (১৩+১৪)	**৫৭৩,৫৯৩,৬৫২**
১৬.	প্রশাসনিক ব্যয়- ৫%	২৮,৬৭৯,৬৮৩
১৭.	কন্টিনজেন্সী ব্যয়- ৫%	৫৭,৩৫৯,৩৬৫
১৮.	উপ-সমষ্টি (১৫+১৬+১৭)	**৬৫৯,৬৩২,৭০০**
১৯.	ভ্যাট- ৫%	৯৮,৯৪৪,৯০৫
২০.	ট্যাক্স- ৫%	৬৫,৯৬৩,২৭০
	সমষ্টি (১৮+১৯+২০)	**৮২৪,৫৪০,৮৭৫**

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নঃ প্রকল্প পরিচালক সামাজিক বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দুটি টিম (একটি স্থানীয় কমিটি এবং একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠনের মাধ্যমে) মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবে। নিম্ন বা বন্দর স্তরের কমিটি ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান করবে। অন্যদিকে উচ্চ স্তরের কমিটি প্রথম বর্ষে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে এবং মনিটরিং প্যানেল দ্বারা প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়জুড়ে বছরে একবার করে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবে। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যমূলক বাস্তবায়ন এবং উদ্ভুত সমস্যা কমিয়ে আনার জন্য পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে। পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রশমনের পথ ত্বরান্বিত হবে।যদি কোনও সমস্যা পাওয়া যায় তা আলোচনা করে সংশোধিত কর্মকাণ্ডের নকশা প্রস্তুত করা হবে। প্রকল্পের শেষে একটি প্রকল্প সমাপ্তির মূল্যায়ন করা হবে। সমস্ত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলি বিশ্বব্যাংকের কাছে তাদের পরামর্শের জন্য পাঠানো হবে।

বাস্তবায়ন পরিকল্পনাঃ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক (ডিসি) অফিসে একটি ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা জমা দিয়েছিল যার ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষকে জমি অধিগ্রহণের বাজেট জমা দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন। তারপরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তাবিত বাজেট সরবরাহ করেছিল। জেলা প্রশাসন টাইটেল হোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আইনী দলিল দস্তাবেজের প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ২০১৭ এর ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

যেহেতু প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত সেহেতু বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি পুনর্বাসন নীতিমালা (Resettlement Policy Framework) প্রস্তুত করেছে এবং সেটি অনুসরণ করে টাইটেল হোল্ডার এবং টাইটেল হোল্ডার নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য বিশদ বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে টাইটেল হোল্ডারদের (জমি, কাঠামো, গাছ এবং ফসল) পাশাপাশি টাইটেল

হোল্ডার নয় এমন মালিকদেরকে (ভাড়াটিয়া) সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় পুনর্বাসন ব্যয় নির্ধারণ করে জেলা প্রশাসকের কাছে তহবিল হস্থান্তর করবেন। প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি যাতে সঠিকভাবে সমস্ত ক্ষতিপূরণ পায় তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে জমি হস্তান্তর করবে।

কমিউনিটিতে আলোচনা সভা এবং দলগত আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। প্রক্রিয়াটিতে প্রস্তুতিমূলক কাজ, দলগত আলোচনা এবং কমিউনিটিতে প্রথম দফার আলোচনা সভার কাজটি Yousin-Vitti Consortium যৌথভাবে ২০১৬ সালে সম্পন্ন করেছিল আর দ্বিতীয় দফার আলোচনা সভা হয়েছিল ২০১৯ সালে এবং সর্বশেষ দুটি আলোচনা সভা ৫ ও ৬ জানুয়ারী, ২০২০ সালে সম্পন্ন হয়েছে যার ভিত্তিতে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০২০ সালের শেষ অক্টোবরের শেষের দিকে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে।

উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ এবং শুমারির সময় প্রকল্প অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কোন উপজাতি/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী পাওয়া যায়নি। একইভাবে, প্রকল্পের ফলে সাংস্কৃতিক সম্পত্তির কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং ভোমরা স্থলবন্দরের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি ওপি ৪.১০ এবং ৪.১১ বিবেচনা করা হয়নি।